দেশ-বিদেশের বিচিত্র আলাপন-১

খন্দকার জাহিদ হাসান

(ক) 'ডালের সাথে স্ম্যাশ্‌ড্ পোট্যাটো'

স্থানঃ কুজী বীচ্
দিনঃ শনিবার
সময়ঃ বিকেল চারটা
পাত্র-পাত্রীঃ বাংলাদেশী যুবক আমিন ও আধা-মাতাল অজ্বি যুবতী ট্রেসি।

ট্রেসিঃ হায়, আপনি কেমন আছেন?
আমিনঃ আমি ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন?
ট্রেসিঃ ভালো আছি, ধন্যবাদ! আজকের বিকেলটা কি সুন্দর, তাই না?
আমিনঃ সত্যিই খুব সুন্দর বিকেল!

ট্রেসিঃ আপনি কি কাছাকাছি থাকেন?
আমিনঃ জ্বীনা, আমি ক্যাম্পসিতে থাকি। আর আপনি?
ট্রেসিঃ আমি থাকি রক্‌ডেলে। আপনি তো ভারতীয়, তাই না?
আমিনঃ না, আমি বাংলাদেশী। আপনি নিশ্চয় অজ্বি?
ট্রেসিঃ ঠিক ধরেছেন। আচ্ছা, কিছু মনে করবেন না, আপনাদের বাংলাদেশের মেয়েরাও কি ভারতীয়দের মতো শাড়ী পরে?
আমিনঃ হ্যাঁ, পরে। শাড়ী তো বাংলাদেশী মেয়েদের সবচেয়ে প্রিয় পোষাক।
ট্রেসিঃ শাড়ী আমারও খুব ভালো লাগে। জানেন, আসলে আমি দু'একবার শাড়ী পরেছিও!
আমিনঃ তাই নাকি? খুব মজার ব্যাপার তো!

[আমিন মনে মনে বেশ গর্ব অনুভব করলো, আর ভাবলোঃ তাই তো, মেয়েদের জন্য শাড়ীর মতো এত সুন্দর পোষাক আর হয় নাকি? পৃথিবীর সব মেয়েরাই যদি শাড়ী পরতো, তবে বেশ হতো! ট্রেসির শাড়ী-প্রীতির কথা ভাবতে ভাবতে সে বেশ উদ্দীপ্ত হোয়ে উঠলোঃ বাহ্, ভারতীয় তথা বাংগালী সংস্কৃতি যে-ভাবে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে, তা সত্যিই উৎসাহব্যঞ্জক। ইতিমধ্যে ট্রেসি তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা ফটো বের ক'রে আমিনের চোখের সামনে ধরলো]

ট্রেসিঃ এই যে দেখুন শাড়ীপরা অবস্থায় আমার একটা ছবি। চমৎকার লাগছে না?

[ছবিটা দেখে আমিন মনে মনে প্রচন্ড একটা ধাক্কা খেলো। শাড়ীটা যে-ভাবে ট্রেসির সারা গায়ে পেঁচানো, তা দেখে রশুনের কথা মনে পড়ে গেল তার। মনটা বিস্বাদে ভরে উঠলো। এমনিতে ট্রেসি দেখতে মন্দ নয়। কিন্তু ছবিতে ওকে দেখতে হুতুম পেঁচার মতো লাগছিলো। তবুও আমিন কৃত্রিম ভদ্রতা বজায় রেখে কথা চালিয়ে গেল।]

আমিনঃ হ্যাঁ, খুব সুন্দর লাগছে আপনাকে। এত অদ্ভুতভাবে শাড়ী পরতে কে শিখিয়েছে আপনাকে?

ট্রেসি (ফটোটা ব্যাগে আবার রেখে দিতে দিতে ও বিজয়ের হাসি হাসতে হাসতে)ঃ বলছি। আসলে আমার বড়ো ভাগ্য যে, মাসখানেক আগে আমাদের পাশের ফ্ল্যাটের এক ভারতীয় মহিলার সাথে আমার পরিচয় হোয়েছে। ওর কাছেই শাড়ী পরা শিখেছি। তবে শাড়ী পরাটা ঠিক মতো হলো কিনা, তা ছবি তোলার আগে ভিজায়াকে দেখিয়ে নিতে পারিনি, কারণ ও তখন বাসায় ছিলো না।

[আমিন বুঝতে পারলো যে, ভারতীয় মেয়েটির নাম আসলে বিজয়া। ট্রেসি তার বক্‌বকানি থামালো না।]

ট্রেসিঃ শুধু শাড়ী পরা নয়, আরেকটা মজার জিনিসও শিখেছি ভিজায়ার কাছে।

আমিন (মিন্‌মিন্ করতে করতে)ঃ কী সেটা?

ট্রেসিঃ ভারতীয় কায়দায় ডালের স্যুপ্ রাঁধা।

[আদৌ ট্রেসি ডাল রাঁধা ঠিকমতো শিখেছে কিনা, সে ব্যাপারে এবার আমিনের বেশ সন্দেহ হলো। তাই সে চুপ ক'রে রইলো। ট্রেসি আবার বকর বকর শুরু করলো।]

ট্রেসিঃ কি ব্যাপার আমিন, আমার কথা বুঝতে পারছেন না? আপনি ডাল চেনেন না?

আমিনঃ চিনি।

ট্রেসিঃ আপনারা বাংলাদেশীরা ডাল খান না?

আমিনঃ হ্যাঁ খাই তো। ডাল আমার খুব পছন্দের খাবার।

ট্রেসিঃ আমিও ডাল খেতে খুব ভালোবাসি। বর্তমানে শুধু আমার নয়, আমার বয়-ফ্রেন্ডেরও সবচাইতে প্রিয় খাবার হলো—ডাল।..... আপনি বোধ হয় ঠিক বিশ্বাস করছেন না যে, আমি ডাল রাঁধতে পারি। তাহ'লে শুনুন।

[এরপর ট্রেসি যেভাবে ডাল রাঁধার বিবরণ দিলো, তাতে আমিনের সন্দেহ দূর হলো। সে নিশ্চিত হলো যে, ছেঁচ্‌কি-পাঁচফোঁড়ন দিয়ে বেশ ভালোভাবেই ডাল রাঁধা শিখে ফেলেছে ট্রেসি। আবার আমিন আবেগপ্রবণ

হোয়ে উঠলো দেশী খাবারের প্রতি এক ভিন্‌দেশী শ্বেতাংগ পরিবারের এ-ধরণের আসক্তির কথা শুনে।]

আমিনঃ সে তো বুঝলাম। কিন্তু কি দিয়ে ডাল খান আপনারা?

ট্রেসিঃ কি দিয়ে আবার? পাস্টা দিয়ে!

আমিন (আহতস্বরে)ঃ পাস্টা দিয়ে ডাল? তাও আবার ভারতীয় কায়দায় রাঁধা ডাল!....ঠিক বুঝলাম না আপনার কথা!

ট্রেসিঃ কেন, না বোঝার কি আছে? পরিচ্ দিয়ে খেতে তো আরো ভালো লাগে!

আমিন (বিহ্বলকণ্ঠে)ঃ পরিচের সাথে আবার ডাল খাওয়া যায় নাকি?

ট্রেসিঃ যাবে না কেন? সব চাইতে মজা লাগে স্ম্যাশ্‌ড্ পোট্যাটোর সাথে ডাল খেতে।

আমিন (আর্তঃস্বরে)ঃ আচ্ছা, আপনারা কখোনো ভাতের সাথে ডাল খাননি নাকি?? নিদেনপক্ষে রুটির সাথে???

ট্রেসি (ওয়াক্ থু-র ভংগীতে)ঃ ভাতের সাথে ডাল! আপনি এসব কি বলছেন? যাই হোক, আসল কথা হচ্ছে, ভাত আমি মোটেও পছন্দ করি না। আমার মতে, ভাতের সাথে ডাল মেশানো, আর গোবরের সংগে দুধ মাখানো এক-ই কথা। তবে পাঁউরুটি দিয়ে একবার ডাল চেখে দেখেছিলাম– মোটেও ভালো লাগেনি আমার! অবশ্য আমার বয়ফ্রেন্ড মাঝে মাঝে পাঁউরুটির সাথে ডাল খায়। কি ক'রে যে খায়, তা আমার মাথায় ঢোকে না। এ নিয়ে প্রায়ই আমাদের মধ্যে খ্যাচাখেচি হোয়ে থাকে।.....

[ট্রেসির বাকী কথা আমিনের কানে আর ঢুকলো না।]

(খ) 'সবচেয়ে পচা কথা'

স্থানঃ ক্যাম্বেলটাউন সেমেট্রি
দিনঃ রোববার
সময়ঃ সকাল দশটা
পাত্র-১ঃ বাংলাদেশী বাংগালী অভিবাসী জাহিদ (সংগীতের বাবা)
পাত্র-২ঃ সংগীত (অস্ট্রেলিয়ায় জন্মগ্রহণকারী জাহিদের কিন্ডি-পড়ুয়া ছেলে)।

জাহিদঃ বাবা, এটাই হলো গোরস্থান, যা তুই বিভিন্ন মুভিতে প্রায়ই দেখে থাকিস, যেমনঃ এই সেদিন দেখলি 'শ্রেক পার্ট ওয়ানে'। এখানে আসার জন্যই ক'দিন থেকে তুই বায়না ধরেছিলি।

সংগীতঃ কিন্তু এই গোরস্থানটা এত ছোটো কেন? মুভিতে তো অনেক বড়ো বড়ো গোরস্থান দেখায়।

জাহিদঃ মুভির কথা বাদ দে। এটা একটা ছোটো শহর। তাই এখানকার গোরস্থানও ছোটো।

সংগীতঃ আচ্ছা বাবা, ঐ কবরটা কার?

জাহিদঃ উনার নাম মেরী প্যাওয়েল্, উনি তোর দাদীর চাইতেও বয়সে বড়ো ছিলেন।

সংগীতঃ আর এই কবরটা?

জাহিদঃ এটা স্ট্যুয়ার্ট ক্যাম্পবেলফিল্ডের কবর, এর বয়স ছিলো..... তোর রাজুমামার মতো।

সংগীত (হঠাৎ উত্তেজিতভাবে)ঃ বাবা, দ্যাখো, দ্যাখো, এখানে ছোটো ছোটো অনেক পিঁপড়ে। ওরা এখানে কি করছে?

জাহিদঃ ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, আবার কেউ কেউ কাজও করছে।

সংগীতঃ ভয় পাচ্ছে না ওরা?

জাহিদঃ কিসের ভয়?

সংগীত (নিজের মনে)ঃ ও বুঝেছি.... এখন তো দিন, তাই ওরা ভয় পাচ্ছে না!

সংগীত (আবার বাবাকে উদ্দেশ্য ক'রে)ঃ আচ্ছা বাবা, রাতের বেলা পিঁপড়েরা কি করে?

জাহিদঃ মাটির নীচে ঘুমায়।

সংগীতঃ এটা তো গোরস্থান, রাতের বেলা ওদের ভয় লাগে না?

জাহিদঃ তখন থেকে তুই বার বার কিসের ভয়ের কথা বলছিস?

সংগীতঃ ভুতের....। রাতের বেলা তো গোরস্থানে ভূতেরা থাকে।

জাহিদঃ বাবা, 'ভূত' বলে আসলে কিছু নেই।

সংগীত (একরোখা স্বরে)ঃ না, আছে!! আমি জানি। মুভিতে দেখায়।

জাহিদঃ মুভির কথা সত্যি না বাবা।

সংগীতঃ বাবা, দ্যাখো, এখানে একটা এতটুকুন কবর। এখানে কে থাকে?

জাহিদঃ এখানে পিচ্চি একটা বাবু শুয়ে আছে। ওর নাম ছিলোঃ স্টিভেন। ও অ-নে-ক-দিন আগে মারা গেছে। বেঁচে থাকলে এতদিনে আমার সমান বয়স হতো ওর।

সংগীতঃ বাবুটা কখোন উঠবে বাবা?

জাহিদঃ ও আর কখোনো উঠবে না।

সংগীতঃ তুমি এ-সব কি বলছো?

জাহিদঃ হ্যাঁ, বাপজান, ও মরে গেছে। মরে গেলে মানুষ আর জেগে ওঠে না।

সংগীতঃ মা সেদিন বলছিলো, আমরাও নাকি সবাই একদিন মারা যাবো। এটা কি সত্যি কথা?

জাহিদঃ হ্যাঁ, এটা সত্যি কথা।

সংগীত (উত্তেজিতভাবে)ঃ তারপর? তারপর কি হবে?

জাহিদঃ তারপর আমরা একে একে কবরে শুতে যাবো।

সংগীতঃ তারপর কি হবে?

জাহিদঃ তারপর আমরা সবাই কবরেই শুয়ে থাকবো।

সংগীতঃ তারপর....?

জাহিদঃ তারপর কিছু হবে না বাবা।
সংগীতঃ আমরা একদিন আবার জেগে উঠবো না?
জাহিদঃ নাহ্, জেগে উঠবো না।

সংগীত (বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর কাঁদো কাঁদো স্বরে)ঃ এটা তো একটা সবচেয়ে পচা কথা! তুমি আর কখোনো আমাকে এ-রকম পচা কথা বলবে না!! আমি তোমার পচা কথা আর কোনোদিন শুনবো না!!!

খন্দকার জাহিদ হাসান, সিডনী, ১৬/০৫/২০০৬